তারিখ ২০ AUG 2018
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

সংবাদ

এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ভর্তি

আসন সংকট নেই

রাকিব উদ্দিন

উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে ভর্তিতে আসন সংকট নেই। তবে জিপিএ-৫ পাওয়া সব শিক্ষার্থী ভালোমানের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে না। সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে এবার অনার্সে ভর্তির সুযোগ পাবে প্রায় পৌনে পাঁচ লাখ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ৩৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া) অনার্সে ভর্তির সুযোগ পাবে প্রায় ৬০/৬৫ হাজার শিক্ষার্থী। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজে অনার্সে ভর্তি হতে পারবে প্রায় তিন লাখ ৩৩ হাজার এবং ৯৫টি বেসরকারি কলেজে ভর্তি হতে পারবে প্রায় পৌনে দুই লাখ শিক্ষার্থী।

সবমিলিয়ে বিগত কয়েক বছরের তুলনায় এবার ভর্তি প্রতিযোগিতাও কিছুটা কম হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) অধীভুক্ত অনার্স কলেজে বিপুলসংখ্যক আসন শূন্য থাকবে। ২০১৪ সালে জাবির কলেজে অনার্সে প্রায় ৩৬ হাজার আসন খালি ছিল। ২০১৩ সালেও উচ্চশিক্ষায় প্রায় দুই লাখ আসন খালি ছিল। গত বছরও প্রায় একই চিত্র ছিল। এজন্য এবার ধরাশায়ী হতে পারে অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবকাঠামো থাকা ও সমস্যাগ্রস্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলো।

কারণ এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ২০১৪ সালের চেয়ে গত বছর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী কমে প্রায় দেড় লাখ। এর বিপরীতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব একটা আসন না বাড়লেও বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে অনার্স ও নতুন নতুন বিভাগ চালু করা হয়েছে।

সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে এবার অনার্সে সুযোগ পাবে পৌনে পাঁচ লাখ

এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংবাদকে বলেন, 'এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা অর্জনে ভর্তিতে আসন সংকট হবে না। কোন শিক্ষার্থী যদি ভর্তি হতে চায় আসনের জন্য তার কোন বাধা হবে না। তার পছন্দের যে প্রতিষ্ঠান সেখানে সে ভর্তি নাও হতে পারে। আমাদের দেশের মতো উচ্চ শিক্ষা এক উন্মুক্ত দুনিয়ার কোন দেশেই নেই, উন্নত দেশেও নেই। সুতরাং যে কেউ ভর্তি হতে পারবে।'

২০১৪ সালে দশ শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল আট লাখ ৮৫ হাজার ৭০ জন শিক্ষার্থী। কিন্তু গত বছর সারাদেশে মোট উত্তীর্ণ হয় সাত লাখ ৩৮ হাজার ৮৭২ জন। এতে ২০১৪ সালের চেয়ে ২০১৫ সালে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী কমে এক লাখ ৪৬ হাজার ১৯৮ জন। এবার ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে আট লাখ ৯৯ হাজার ১৫০ জন শিক্ষার্থী। এ হিসেবে এবারও উচ্চ শিক্ষায় বিপুলসংখ্যক আসন ফাঁকা থাকবে।

আর ২০১৪ সালে দশ বোর্ডে জিপিএ-৫ (গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ) পেয়েছিল ৭০ হাজার ৬০২ জন। ২০১৫ সালে দশ বোর্ডে জিপিএ-৫ পায় ৪২ হাজার ৮৯৪ জন শিক্ষার্থী। অর্থাৎ গত বছর জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী কমেছে ২৭ হাজার ৭০৮ জন। এ বছর জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৮ হাজার ২৭৬ জন, যা ২০১৪

ভর্তি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

ভর্তি : আসন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সালের তুলনায় কম।

এর আগে ২০১৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৫৮ হাজার ১৯৭ জন ও ২০১২ সালে তা পেয়েছিল ৬১ হাজার ১৬২ জন। আর ২০১৩ সালে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল সাত লাখ ৪৪ হাজার ৮৯১ জন এবং ২০১২ সালে এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছিল সাত লাখ ২১ হাজার ৯৭৯ জন শিক্ষার্থী।

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বিগত কয়েক বছরের তুলনায় এবার মোট উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং গত বছরের চেয়ে (২০১৪ সালের তুলনায় কম) জিপিএ-৫ এর বাড়াতে অনার্সে ভর্তিতে তীব্র প্রতিযোগিতা হবে কেবল ভালোমানের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। এজন্য জাবি অধিভুক্ত পুরনো সরকারি কলেজ ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে প্রচারণার মাত্রা বাড়াতে হবে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) সাবেক মহাপরিচালক প্রফেসর নোমানুর রশীদ সংবাদকে বলেন, 'আমাদের বিভিন্ন কলেজে প্রতিবারই বিপুলসংখ্যক আসন খালি থাকে। কারণ ভালোমানের কলেজের স্বল্পতা রয়েছে। তবে সিলেটের সরকারি এমসি কলেজ, বরিশালের বিএম কলেজ, কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ, রংপুরের কারমাইকেল কলেজের মতো জেলা পর্যায়ে কমপক্ষে একটি করে হলেও সরকারি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো করা গেলে শিক্ষার্থীদের রাজধানীমুখী হওয়ার প্রবণতা কমবে।'

এবার সরকারি কলেজে ভর্তির চাপ বাড়বে মন্তব্য করে তিনি আরও বলেন, 'জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার কারণে এবার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ কমবে। অভিভাবকরাও সন্তানদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে আগ্রহ দেখাবে না।' ইউজিসি এবং জাতীয় শিক্ষা তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ (ব্যানবেইস) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, স্নাতক পর্যায়ে ভর্তির জন্য দেশের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আসন রয়েছে পাস করা শিক্ষার্থীদের তুলনায় অনেক বেশি। গত চার-পাঁচ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় তিন হাজার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন হাজার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় তিন হাজার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় এক হাজার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চার হাজার, কুষ্টিয়াস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দেড় হাজার, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাজার আসন রয়েছে।

জাবির অবস্থা

সাধারণত যেসব শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ বা এর এক ধাপ নিচের ফল অর্থাৎ জিপিএ-৪ পায় তারাও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। যারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায় না তাদের একটি বড় অংশই জাবি অধিভুক্ত বিভিন্ন সরকারি কলেজ এবং জেলা পর্যায়ের বেসরকারি কলেজে ভর্তি হয়ে থাকে। বরাবরের মতো এবারও সরকারি-বেসরকারি কলেজে অনার্স এবং ডিগ্রি (পাস) কোর্সে ভর্তিতে কোন আসন স্বল্পতা নেই।

২০১৪ সালে ৫১৫টি কলেজে অনার্সে ভর্তি হয়েছিল প্রায় দুই লাখ ৬০ হাজার শিক্ষার্থী। গত বছর ৬২১টি কলেজে অনার্সে ভর্তি হয়েছিল প্রায় দুই লাখ ৫০ হাজার শিক্ষার্থী। এবার অনার্সে ভর্তি নেয়া হবে ৬৮৫টি কলেজে, যেখানে ভর্তি হতে পারবে প্রায় তিন লাখ ৩৩ হাজার শিক্ষার্থী।

এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত এক হাজার ৮৫০টি কলেজে ডিগ্রি পাস কোর্স চালু রয়েছে। এসব কলেজের প্রতি কোর্সে ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী ডিগ্রি পাস কোর্সে ভর্তি হতে পারে। একটি কলেজে তিনটি বা চারটি কোর্স থাকে। এই হিসেবে এক হাজার ৮৫০টি কলেজে প্রায় আট লাখ শিক্ষার্থী ডিগ্রি পাস কোর্সে ভর্তি হতে পারবে। সাধারণত অনার্স ও পাস কোর্সে প্রতিবছরই বিপুলসংখ্যক আসন শূন্য থাকে।

জাবির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানায়, অনার্স (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষা এবারও কেন্দ্রীয়ভাবে নেয়া হবে। গত কয়েক বছরে যেভাবে উচ্চ মাধ্যমিকে পাসের হার বেড়েছে (গত বছর ছাড়া) সেভাবে শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটছে না। কারণ ২০১৩ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০১১ সালের অনার্স পার্ট-১ পরীক্ষায় শতকরা প্রায় ৪৬ শতাংশ শিক্ষার্থী অনুত্তীর্ণ হয়। অর্থাৎ তারা দ্বিতীয় বর্ষে ওঠারই অযোগ্য, যাদের বেশিরভাগই পাঁচটির বেশি কোর্সে ফেল করে।